সমকাল

তারিখ ... 19 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩ ...

শ্যামল ভক্তের অনেক ভক্ত

আনোয়ার হোসেন

স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের বেত মারা কিংবা অন্যভাবে মারধরের ঘটনা দণ্ডযোগ্য অপরাধ। উন্নত দেশগুলোতে বাবা-মা সন্তানকে চড়-থাপ্পড় মারলেও জেল-জরিমানার ঝুঁকিতে পড়েন। আমাদের স্কুলে দেখেছি, স্কুলের ব্যয়ের একটি খাত ছিল বেত কেনা। শিক্ষকরা ছাত্রকে বেত্রাঘাতে রক্তাক্ত পর্যন্ত করে ফেলেছেন। ছাত্র জ্ঞান হারিয়েছে– এমনটিও ঘটতে দেখেছি। সব শিক্ষক এমনটি করতেন না। কেবল বদরাগীরাই করতেন। তবে তাদের অনেকে আবার পড়াতেন ভালো। ছাত্রকে কান ধরে ওঠানো-বসানো কিংবা বেঞ্চের ওপর কান ধরে দাঁড় করিয়ে রাখাও শাস্তির অংশ ছিল। অনেক স্কুলে প্রখর রোদে নিল ডাউন করে রাখতেও দেখা গেছে। এতেও দুষ্ট ছেলেদের উপযুক্ত শিক্ষা হতো– সেটা বলা যায় না। কথায় বলে– স্বভাব যায় না মলে! শাস্তির ভয়েই যদি সব ছাত্রছাত্রী পড়াশোনায় মন দিত তাহলে মেধার ছড়াছড়ি হতো। নারায়ণগঞ্জের একটি স্কুলের শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্ত তার এক ছাত্রকে কী শাস্তি দিয়েছিলেন, সেটা এখন আর গুরুত্বপূর্ণ নেই। বখাটে বা ডানপিটে ছাত্র শিক্ষকের কাছে মার খেয়ে শিক্ষকের নামে মিথ্যা রটনা করেছে– এমন নজির ভূরি ভূরি। পরীক্ষায় নকলের দায়ে বহিষ্কার হলে শিক্ষককে মারধরের ঘটনা নিয়মিত ঘটে। প্রভাবশালী পরিবারের কোনো সন্তান স্কুলে শাস্তি পেলে শিক্ষককে পাল্টা শাস্তি দেওয়ার ঘটনাও কম নেই। অতীতে জমিদাররা এ ধরনের অনর্থ ঘটাতেন। এ যুগে জমিদার নেই। তবে তাদের চেয়েও প্রভাবশালীরা আছেন শহর-গ্রাম সর্বত্র। তারা প্রশাসন ও পুলিশকে হাত করতে পারেন। আরও অনেককে হাত করতে পারেন। তারা স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি পদ পেতে স্থানীয় সংসদ সদস্যকে ২০-২৫ লাখ টাকা কিংবা আরও বড় অঙ্কের ঘুষ দিতে পারেন। ঘুষদাতা নিশ্চিত থাকেন– শিক্ষক নিয়োগ, স্কুলের ভবন নির্মাণ, মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নিতে ফেল করা ছাত্রছাত্রীদের মনোনীত করা কিংবা অন্যভাবে এটা উসুল হয়ে যাবে।

অন্যদৃষ্টি

পিয়ার সাত্তার লতিফ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নামে বদনাম রটানো হয়েছিল– তিনি পবিত্র ইসলাম ধর্মের অবমাননা করেছেন। যে ছাত্র এ অভিযোগ করেছে, বলা হচ্ছিল সে সেটা অস্বীকার করেছে। প্রধান শিক্ষকও বলেছেন– তিনি এমন কাজ করেননি। কিন্তু প্রকাশ্যে শিক্ষককে শত শত লোকের সামনে কান ধরে ওঠবস করানো হলো। জেলা পুলিশপ্রধান এতে কোনো দোষ দেখেন না। তার ফোর্স সেখানে উপস্থিত ছিল কেবল এটা নিশ্চিত করার জন্য যে, এমপি সাহেব যে শাস্তি নিজে উপস্থিত থেকে কার্যকর করছেন, তাতে যেন কোনো বিঘ্ন না ঘটে। যে মসজিদের মাইক ব্যবহার করা হয়েছে অপরাধ সংঘটনে, সেখানেও তদন্ত নেই। তাহলে ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা কীভাবে মিলবে? কার কাছে বিচার চাইবে দেশবাসী? একজন শিক্ষকের দৌড় কতটাই-বা হতে পারে! তিনি বড় অসহায়। তার পক্ষে যারা কথা বলছেন তারাও অসহায়। তারা প্রতিবাদী হতে পারেন, কিন্তু তাতে ক্ষমতার দম্ভে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলা ব্যক্তিদের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে– তার নিশ্চয়তা নেই। অতএব, ভিন্ন প্রতিবাদের ভাষা দেখছি আমরা– নিজের কান নিজে ধরে দাঁড়িয়ে থাকা রাজপথে কিংবা নিজের ঘরে বসে। অনেকে এ ধরনের প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। ফেসবুক কিংবা অন্য মাধ্যমে তা ছড়িয়ে পড়ছে। যারা এমন প্রতিবাদ করছেন তারা নিশ্চিত নন যে, এতে কাজ হবে। কিন্তু বিবেকের দংশন থেকে তো রেহাই মিলবে।

এভাবে শ্যামল কান্তি ভক্তের এখন অনেক ভক্ত। তারা জানাচ্ছেন সহমর্মিতা। তার প্রতি সমবেদনা জানিয়ে কতজন নিজের কান ধরেছেন তার হিসাব যদি রাখা হতো!